Visit Our Website : natunchithi.co.in

নতুন চিঠি

সংবাদ সাপ্তাহিক

ডাক সংস্করণ : ২৯ ডিসেম্বর, ২০২০

৪৩ বর্ষ ৪২ সংখ্যা ২৮ ডিসেম্বর, ২০২০, সোমবার, ১২ পৌষ, ১৪২৭

নিরুপম সেন স্মারক বক্তৃতায় সূর্যকান্ত

বিকল্প কর্মসূচির ভিত্তিতে বিরোধী ঐক্য মজবুত করতে হবে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আসানসোল, ২৪ ডিসেম্বর : আসানসোল রবীন্দ্রভবনে সিপিআই(এম) পশ্চিম বর্ধমান জেলা কমিটির উদ্যোগে প্রয়াত নিরুপম সেনের তৃতীয় মৃত্যুদিবস উপলক্ষে ‘এই দেশ, এই সময়, এই রাজ্য, আমাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য’ শীর্ষক এক স্মারক বক্তৃতার আয়োজন করা হয়। স্মারক বক্তৃতা দেন দলের রাজ্য সম্পাদক ও পলিটব্যুরো সদস্য সূর্যকান্ত মিশ্র। কোভিড আবহে সভাগৃহের প্রতিটি আসন পূর্ণ করেও অগণিত মানুষ সভাগৃহের বাইরে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা শুনেছেন। শ্রী মিশ্র তৃণমূল ও বিজেপির গট-আপ খেলায় বিভ্রান্ত না হবার জন্য মানুষকে সতর্ক করেন। তিনি বলেন, ‘‘সারা পৃথিবীতে

—এরপর চারের পাতায়

আন্দোলনরত কৃষকদের পাশে আপনজন

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ২৩ ডিসেম্বর : শ্রমজীবী মানুষের পর এবার দিল্লিতে আন্দোলনরত কৃষকদের পাশে দাঁড়ালো ‘আপনজন’ স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাটি। আজ এই সংস্থার সভাপতি ডাঃ গৌরাঙ্গ গোস্বামী অখিল ভারতীয় কৃষাণ সংঘর্ষ সমন্বয় সমিতির প্রতিনিধির

—এরপর চারের পাতায়

কৃষিআইন বাতিলের দাবিতে

জাঠা মিছিল সংগঠিত হচ্ছে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ২৭ ডিসেম্বর : প্রচণ্ড শৈতপ্রবাহে দিল্লির উপকণ্ঠে রাজপথে লড়ে যাচ্ছেন এদেশের অন্নদাতারা। প্রায় উত্তর-পশ্চিমের সবকটি রাজ্য থেকে হাজার হাজার কৃষক সরকারের সমস্ত বাধাকে অতিক্রম করে আমরণ লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন। তাঁদের আন্দোলনের সমর্থনে তাঁদের লড়াইয়ের পাশে থাকছেন এই জেলার কৃষকরা, জেলার গ্রামে-গ্রামে চলছে কৃষকজাঠা।

কৃষক-বিরোধী মোদি সরকারকে ধিক্কার জানিয়ে নাদনঘাটে জাঠা হয়। দিল্লিতে কৃষক আন্দোলনের একমাস পূর্তি, সেই আহ্বানের পাশাপাশি এদিন অন্যান্য দাবি আদায়ের লক্ষ্যে এই জাঠা সংগঠিত করে সারা ভারত কৃষক সভার পূর্বস্থলী-১ আঞ্চলিক কমিটি। দাবিগুলো হলো—কৃষি আইন ও বিদ্যুৎ সংশোধনী বিল বাতিল, জিনিসপত্রের দাম কমানো, সহায়ক মূল্যে ধান ক্রয় প্রভৃতি। এদিন সকাল থেকেই এলাকার কৃষক খেতমজুর ব্যানার ফেস্টুন নিয়ে জমায়েত হন অর্জুনপুকুর পাওরহাউস চত্বরে। সেখান থেকে জাঠা শুরু হয়ে সাতগড়িয়া, বাগিয়ারা, দীর্ঘপাড়া, খরসগ্রাম, ধামাই, সাঁকরা, ইসলামপুর, খুঁজারী, জিউলগড়িয়া, মহেশগড়িয়া প্রভৃতি গ্রাম পরিক্রমা করে। মাঝে আহারের বিরতি হয়। ছাত্র ও যুবদের পক্ষ থেকে এদিন জাঠায় অংশগ্রহণকারী প্রতিনিধিকে

—এরপর চারের পাতায়

আন্দোলনে সংগ্রামে ৫০-শে এস.এফ.আই.

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ২৭ ডিসেম্বর : ভারতের ছাত্র ফেডারেশনের পঞ্চাশ বছর পূর্তি হচ্ছে। গৌরবোজ্জ্বল সূর্ণজয়ন্তী উদ্‌যাপন করছে এস.এফ.আই। ‘পঢ়াই অউর লড়াই—স্টাডি অ্যান্ড স্ট্রাগল—শিক্ষা ও সংগ্রাম’-এর শ্লোগানের মধ্য দিয়ে এস.এফ.আই এ রাজ্যই নয় গোটা দেশের সর্ববৃহৎ’ ছাত্র সংগঠন হিসাবে পরিণত হয়েছে। স্বাধীনতা---গণতন্ত্র---সমাজতন্ত্রের মতাদর্শ নিয়ে এগিয়ে চলেছে। এস.এফ.আই এগিয়ে যাওয়ার সংগ্রামকে স্মরণাতীত করতে সুবর্ণজয়ন্তী বর্ষে সমস্ত নবীন-প্রবীণ সহ প্রাক্তনীদের নিয়ে মিছিল এবং ঐতিহাসিক সমাবেশের ডাক দিয়েছে এস.এফ.আই। বর্ধমান স্টেশন থেকে মিছিল ও বর্ধমান টাউন হলে সমাবেশ হবে। এই সমাবেশ ও মিছিলকে নিয়ে নানাভাবে প্রচারে সামিল এস.এফ.আই কর্মীরা।

এই কর্মসূচির অংশ হিসাবে ভারতের ছাত্র ফেডারেশনের কালনা-১ আঞ্চলিক কমিটির উদ্যোগে কালনা জুড়ে পোস্টারিং করা হয়। পোস্টারিং করা হয়—কালনা শহর, কালনা কলেজ, স্কুল গেটে, বাসট্যাণ্ড, চকবাজার, বৈচি মোড়, শহিদ মূর্তির পাদদেশে, ধাত্রীগ্রাম উচ্চ বিদ্যালয়, বল খেলার মাঠ, সবজি বাজার, বাসট্যাণ্ডে। নেতৃত্ব দেন— ছাত্রনেতা প্রবীর ভৌমিক, সবুজ মণ্ডল প্রমুখ।

এই কর্মসূচি সফলের লক্ষ্যে সংগঠনের পূর্বস্থলী আঞ্চলিক কমিটির উদ্যোগে ট্রেনে ট্রেনে প্রচার ও অর্থ সংগ্রহ করা হয়। ব্যান্ডেল কাটোয়া রেললাইনের বিভিন্ন ট্রেনে দীর্ঘক্ষণ চলে এই কর্মসূচি। এই অভিযানের নেতৃত্ব দেয়--ছাত্রনেতা সৃজন বসাক, নয়ন দাস, আশালতা পাত্র প্রমুখ। বর্ধমান শহর ও সদরে প্রচার চলছে জোরকদমে। প্রাক্তনীদেরও আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে।

হলধর মণ্ডলকে স্মরণ ও রক্তদান

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ২৪ ডিসেম্বর : সিপিআই(এম) বর্ধমান সদর-১ এরিয়া কমিটি স্মরণ করলো প্রয়াত কৃষকনেতা হলধর মণ্ডলকে। আজ কুড়মুন হাটতলায় অনুষ্ঠিত সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন সিপিআই(এম) পূর্ব বর্ধমান জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য গণেশ চৌধুরী। প্রধান বক্তা ছিলেন প্রাদেশিক কৃষকসভার সম্পাদক অমল হালদার। তিনি প্রয়াত নেতার স্মৃতিচারণ করে বলেন, হলধর মণ্ডল গরিব খেটে-খাওয়া মানুষের আপনজন ছিল। সে আজীবন খেতমজুর কৃষককে সংগঠিত করার কাজ করে গেছে। শ্রমিক আক্রান্ত, কৃষক আক্রান্ত, কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকারের জনবিরোধী নীতির কারণে। এদিনের সমাবেশে উপস্থিত ছিলেন এরিয়া কমিটির সম্পাদক মহবুব আলম ও অশোক ঘোষ প্রমুখ। এর পূর্বে হলধর মণ্ডল স্মরণে একটি রক্তদান শিবির হয়। শিবিরে মোট ৫০ জন রক্তদান করেন। এর মধ্যে ৪৪ জন পুরুষ ও ৬ জন মহিলা ছিলেন।

শীত পড়তেই চুপি পাখিরালয়ে পর্যটক

নিজস্ব সংবাদদাতা, পূর্বস্থলী, ২১ ডিসেম্বর : শীত পড়তেই চুপি পাখিরালয়ে পর্যটকদের আগমন শুরু হয়ে গেছে। তাদের আনাগোনা অব্যাহত থাকবে শীত থাকা পর্যন্ত। পর্যটকদের আগমনের উদ্দেশ্য —পরিযায়ী পাখি দেখা, অক্ষয় কুমার দত্তের পূর্বস্থলীর একটু ছোঁওয়া পাওয়া। বামফ্রন্টের আমলে পূর্বস্থলীর ছাড়ি গঙ্গায় অসংখ্য পরিযায়ী পাখি শীতের মরশুমে আসতে শুরু করে। চুপি চরকে ঘিরেই বামফ্রন্ট সরকার আশির দশকে গড়ে তোলে পাখিরালয়। পাখি দেখার জন্য গড়ে তোলা হয় ওয়াচ টাওয়ার, কটেজ, রাত্রিবাসের জন্য গেস্ট হাউস। সেই বামফ্রন্টের আমল থেকেই পর্যটকদের আনাগোনা শুরু হয়। এই চুপি পাখিরালয় পরবর্তীতে আরো সংস্কারের কারণে উত্তরোত্তর পর্যটক বৃদ্ধি পাচ্ছে। নদীবক্ষে একেবারে কাছে গিয়ে পাখি দেখার জন্য স্বল্প মূল্যে নৌকা ভাড়া পাওয়া যায়। এই পাখি দেখাটাই পর্যটকদের কাছে মূল আকর্ষণ। কারণ নৌকাযোগে সবথেকে কাছে গিয়ে শীতের মরশুমে আগত দেশ-বিদেশের পাখি দেখা যায় খুব সহজেই। আর এই নৌকাকে ঘিরেই তৈরি হয়েছে স্থানীয়দের কর্মসংস্থান। তাছাড়া অতি মনোরম পরিবেশে পিকনিক করার আকর্ষণ কম নয়। আছে গার্ডেন, আছে বাচ্চাদের খেলা করার নানা উপকরণ। আছে নির্মল পরিবেশে হাওয়া বদলানোর সুযোগ। তাই চুপি পাখিরালয় দেখতে পর্যটকদের ভিড় দিনের পর দিন ক্রমবর্ধমান।

মহাজাগতিক দৃশ্য দেখাল বিজ্ঞানমঞ্চ

নিজস্ব সংবাদদাতা, গলসী : এবছরে এক অবিস্মরণীয় ঘটনা ঘটে গেল। মহাকাশে শনি ও বৃহস্পতি গ্রহের মহাসংযোগ। পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞানমঞ্চ এই অবিস্মরণীয় ঘটনাকে মানুষের সামনে তুলে ধরল। ১৮ ডিসেম্বর টেলিস্কোপের সাহার্য্যে দেখানোর জন্য দুই বর্ধমান জেলায় কমপক্ষে ১৫টি শিবির অনুষ্ঠিত হয়. ছাত্র-ছাত্রী সহ সাধারণ মানুষ এই মহাজাগতিক দৃশ্য দেখতে ভিড় করেন। বর্ধমান, কালনা, কাটোয়া, গুসকরা, বুদবুদ, গলসী, কাঁকসা, বানিগঞ্জ, আসানসোল, কুলটি ও দুর্গাপুর এন.আই.টি-তে আকাশ দেখার কর্মসূচি হয়েছে। বর্ধমান শহরে ৬টি ও বুদবুদ গলসিতে ২টি শিবির হয়। এই শিবিরে জয়দেব নায়ক বিশ্লেষকের মুখ্য ভূমিকা পালন করেন।

নতুন চিঠি

২৮ ডিসেম্বর, ২০২০

বিলম্বিত বিবেকোদয় ও জনচৈতন্য

সাম্প্রতিককালে শুভেন্দু অধিকারীর দলবদল নিয়ে মিডিয়া সরগরম। এক সময় পঞ্চায়েত থেকে বিধানসভা পর্যন্ত সর্বত্র নির্বাচিত সদস্যদের ভয় বা প্রলোভনে দলত্যাগে বাধ্য করে তার পোষাকি নাম দেওয়া হয়েছিল দিদির তথাকথিত 'উন্নয়নে সামিল' হওয়া। দলত্যাগ-বিরোধী আইনে কোনো ব্যবস্থা নেওয়ার ন্যূনতম চেষ্টা এসব ক্ষেত্রে হয়নি। বোঝাই যায়, শাসকদলের প্রত্যক্ষ মদতেই জনগণের রায়কে অবহেলা করে গণতন্ত্রকে প্রহসনে পরিণত করা অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। ক্ষমতা যখন জনকল্যাণের জন্য নয়, নিজ বা দলীয় আখের গোছানোর স্বার্থে প্রযুক্ত হয়, এ জাতীয় হীনকৌশলই তখন শাসকের একমাত্র সম্বল হয়ে ওঠে। অপশাসনের পাপ যত জমতে থাকে, শাসক তত জনবিচ্ছিন্ন হয়, আর প্রতিষ্ঠানবিরোধিতা যত প্রবল হতে থাকে, স্বার্থান্বেষীরা ভেসে থাকার অমোঘ তাগিদেই নরম ডাল ছেড়ে শক্ত ডাল ধরতে চায়। যেমন মুকুল, সৌমিত্র, শোভন ধরেছেন, আর হালে ধরলেন শুভেন্দু। ক্ষমতার রাজনীতিতে নৈতিকতা নেই। তবু জনমানসে নিজ ভাবমূর্তিতে চুনকাম করতে স্বার্থান্বেষীরা আগের দলের দোষের সাতকাহন করে চিড় খাওয়া ইমেজ মেরামতি করার চেষ্টা করে।

নিজেদের জালে নিজেরাই জড়িয়ে পড়ে তৃণমূল কংগ্রেসকে এখন দলত্যাগীর কলঙ্কিত অতীতের কথা টেনে এনে নিজেদের সততা প্রমাণে উদ্যোগী হতে হয়েছে। সর্বেশ্বরী একসময় ঘুষকাণ্ডে জড়িত নেতাদের নিয়ে বে-কায়দায় পড়ে বলেছিলেন, 'আগে জানলে টিকিট দিতাম না'। সেটা কথার কথা—তাদের বিরুদ্ধে তিনি কোনো প্রশাসনিক ব্যবস্থা নেননি। এমনকী এখনো দলের মধ্যে নারদায় ঘুষখোর নেতারা স্ব-মহিমায় বিরাজ করছে। সারদাকাণ্ডে জেলখাটা সাংবাদিক এখন দলীয় মুখপাত্র হয়েছেন। এই অবস্থায় শুভেন্দুর নারদা-যোগের উল্লেখ দিশাহীন, ক্ষয়িষ্ণু তৃণমূল দলের নীতিহীনতার এক নির্লজ্জ উদাহরণ মাত্র। এ যেন চালুনির সূচের বিচার করা।

কিন্তু যে ডালটা ধরা হল সে ডালটাই বা কতটা শক্ত? সততার প্রতীকের রঙ যত ফিকে হয়েছে মেরুকরণের ঘৃণ্য রাজনীতির কারবারি, জাতীয়তাবাদের স্বঘোষিত রক্ষক, বিজেপি প্রচারমাধ্যমের অকৃপণ সহযোগিতায় নিজেদের সেই শূন্যস্থানে স্থাপন করতে সচেষ্ট হয়েছে। সবচেয়ে আশঙ্কার এবং কৌতুকেরও ব্যাপার হল, যারা দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াই করার চোখা চোখা কথা বলে চলেছে সেই দলই ক্রমশ হয়ে উঠছে সমস্ত দুর্নীতিবাজদের প্রধান আশ্রয়স্থল। সঙ্গত কারণেই এই পূতিগন্ধময় আস্তাকুড়কে 'ওয়াশিং মেশিনে'র সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। এ যেন ঘাসফুলে থাকলে যে যত পঙ্কিল, পদ্মে এলে সে তত বেশি নিষ্কলঙ্ক।

কিন্তু এই দলবদলে জনগণের লাভ কী সেটা বিবেচনায় রাখতে হবে। এতে কী চালের দাম কমল, চাষির খেতের আনাজ বিক্রি করে ঋণমুক্ত হতে পারল, শিক্ষিত বেকার ছেলে-মেয়ে এস.এস.সি দিয়ে কর্মে নিযুক্ত হতে পারল? আসলে জীবন-জীবিকার সমস্যাকে ম্লান করে দেবার জন্যই এসব তুচ্ছ বিষয়ে পোষা মিডিয়ার এত উৎসাহ। মানুষের বেঁচে থাকার সমস্যা নিয়ে যারা ধারাবাহিকভাবে আন্দোলনরত, সেই বামপন্থীরা জানে দুটো ডালই ঘুণধরা। নেতাদের বিলম্বিত বোধোদয় নয়, পচা আলু বস্তা পাল্টাল যে ভালো আলু হয় না দুটো ডালই যে পচা, জনগণের চেতনায় সেই বোধ আনতে হবে। আর সেই সামাজিক ভূমিকা পালনের দায়িত্ব বামপন্থীদেরই নিতে হবে।

এক ডজন প্রশ্ন

১. গণশক্তি প্রিন্টার্স প্রাইভেড লিমিটেড কবে প্রতিষ্ঠিত হয়?
২. জাতীয় গণিত দিবস কবে কার স্মরণে কত সালে ঘোষিত হয়? তাঁর কবে জন্ম এবং কবে মৃত্যু হয়?
৩. কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মচর্য আশ্রম বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা কবে করেন? কতজন ছাত্র নিয়ে এটি প্রতিষ্ঠিত হয়? পূর্ণ দায়িত্বে কে ছিলেন?
৪. বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ বিশ্বভারতীকে কবে সর্বসাধারণের হাতে তুলে দেন?
৫. প্রখ্যাত আইনজীবী স্যার রাসবিহারী ঘোষ কবে কোথায় জন্মান? মৃত্যু কবে?
৬. সংসদে প্রশ্ন করার জন্য ঘুষ নেওয়ার অপরাধে কতজন সাংসদকে কবে বরখাস্ত করা হয়েছিল? তখন লোকসভার স্পিকার কে ছিলেন?
৭. যাদবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ কবে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হয়?
৮. কমিউনিস্ট নেতা নিরুপম সেন কবে প্রয়াত হন? জন্ম কবে?
৯. 'নতুন চিঠি' পত্রিকা কবে প্রথম প্রকাশিত হয়? কে সম্পাদক ও প্রকাশক হন?
১০. বিবেক শিলা কোথায় অবস্থিত? স্বামী বিবেকানন্দ সমুদ্রের মধ্যে দিয়ে সাঁতার কেটে এই শিলায় এসে কবে ধ্যানমগ্ন হন?
১১. ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মাঃ)-র হাওড়ার শালকিয়ায় প্লেনাম কবে শুরু হয়েছিল?
১২. জলাতঙ্কের টিকা কে আবিষ্কার করেন? তিনি কবে কোথায় জন্মান? কবে মৃত্যু?

(উত্তর শেষের পাতায়)

হতে থাকা কৃষক আন্দোলন

রত্না রশীদ

ঘর সংসার ফেলে বাচ্চা কোলে ট্রাক্টর চালিয়ে মেয়েরা মায়েরা যখন আন্দোলনের পথে নেমে আসে, তাকে রুখে দেওয়া ভগবানের অসাধ্য।

হ্যাঁ, এটাই আজকের কথা। আজ এক মাস হয়ে গেছে রাজধানীর কৃষক আন্দোলনের। গ্রীষ্মপ্রধান দেশে আজকের এই তীব্র শৈত্যকে অগ্রাহ্য করে হাজারে হাজারে অন্নদাতা কৃষক গোটা রাজধানীকে ঘিরে ফেলতে বাধ্য হয়েছে আমাদের সবার পেটে খোরাক যোগাতে। সারাদেশের জমিকে লোভী ক্ষমতালিপ্সু কর্পোরেট জাত হাঙ্গর কেন্দ্রীয় সরকারের হাত থেকে বাঁচাতে শীত, কুয়াশা, বৃষ্টি, অসুখ অগ্রাহ্য করে, প্রাণ বাজি রেখে অনায্য কৃষিবিল বিরোধিতায় কাতারে কাতারে সব পথে। এঁরা হিংসা জানেন না, মারদাঙ্গা অগ্নিসংযোগ করার পথে হাঁটেননি, শীতে জলকামানের তীব্র আক্রমণের সামনে বুক পেতে দেন তবু ঢিল ছোঁড়েন না, দাবি শুধু কৃষিহন্তারক নব্য কৃষিবিল প্রত্যাহার। আর কিচ্ছুটি নয়। এ দাবি 'দিতে হবে—দিতে হবে' এই শ্লোগানের নয়, এ দাবি 'তুমি ফিরিয়ে নাও—ফিরিয়ে নাও' এই আবেদনের।

আমরা যারা ঘরে বসে আরামের কলম চালাই, তারা বুঝবো কি করে তাঁদের মনের ভেতর যে বঞ্চনার আগুন জ্বলছে তার পরিমাপ কতখানি! কিন্তু আমিও তো রক্তমাংসের মানুষ। আমিও তো কৃষকের শ্রমে প্রাণধারণ করে আসছি যাবজ্জীবন। খিদেয় পেট কনকন করা সন্তানের মুখের সামনে থালা সাজানো খাবার তুলে দিতে না পারলে যে কী সর্বনাশ হবে, সেটুকু বোঝার মতো ক্ষমতা সব মানুষেরই আছে। আমি সম্পূর্ণত নিজের স্বার্থেই অন্নদাতাদের প্রাণঘাতী মিছিলের সঙ্গে মনে প্রাণে সামিল আছি, থাকবোও চিরকাল।

কোনো মিডিয়া এ খবর সম্প্রচার করছে না, বরং দালালের খোসামোদি করছে। চোখে দেখতে পারছি না বলেই অনুভূতির বাড়তি তীব্রতায় রোজ থাকছি তাঁদের সঙ্গে—সেই শিশু বৃদ্ধ মহিলা রোগগ্রস্ত হয়েও ক্যাথিটার ব্যাগ নেওয়া মানুষের সঙ্গে। নিজেরা দুটি রেঁধে খাচ্ছে। খোলা আকাশের নিচে বলে বিদ্রুপ জুটেছে—ওরা পিকনিক করছে বলে! আর আমরা এমন অনুভূতিহীন, বৎসরান্তিক পিকনিক মহা ধূমধামে সেরে ফেসবুকে ছবি সাঁটাচ্ছি। ছিঃ! আমরা নাকি মানুষ!

এই আমোদগেঁড়ে জনসমষ্টির মুখের কাছে সব জুটে যাচ্ছে বলে কোনোরকম হেলদোল নেই। গোটা ভারত উত্তাল হয়ে উঠলো না তো! সরকারি রেশন মানুষজন প্রত্যাহার করতে পারছে না তো! এই শস্য কে ফলিয়েছে! পেয়ে গেছো তাই ওদের দিকে ফিরে তাকাবার প্রয়োজন নেই। তক্‌ত্‌ থেকে ছোঁড়া রুটি ছোঁড়া প্রভুর সামনে কুকুরের মতো লেজ নেড়ে নেড়ে অনুদান আর ভর্তুকি চাইতে ব্যস্ত আমরা। কেন অনুদান দিতে হবে শক্তসামর্থ মানুষদের। হাত-পা খাটিয়ে খাবার সংস্থান থাকুক, ফসলের

—এরপর চারের পাতায়

ক্ষমতায়ন এবং নারী : কিছু প্রাসঙ্গিক ভাবনা

অর্পিতা বন্দ্যোপাধ্যায়

ঘটনা-এক

এখন মাত্র পনেরো মিনিট হয়েছে দূরপাল্লার বাসে। অর্থনীতির অধ্যাপিকা তিলোত্তমা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অস্বস্তিটা বাড়তে থাকে। সাঁতরাগাছিতে যানজট না হলে বাড়ি পৌঁছাতে এখনও অন্তত আড়াই ঘন্টা। রাস্তায় নেমে শৌচালয়ে যাওয়ার উপায় নেই এই বাসে। পেছন দিকের সিটে বসতে গিয়ে বুঝতে পারে ঝাকুনির মাত্রাটাও বেশি এদিকটায়। গর্ভস্থ সাড়ে আট মাসের সন্তানের মাথা একটু যেন বেশিই নিচের দিকে নামতে থাকে। কিন্তু ফেরার পথ নেই। বাড়িতে পরিচারিকার কাছে নয় বছরের পুত্রসন্তানকে রেখে এসেছে, স্বামী বহুজাতিক সংস্থায় কর্মরত এবং অফিসের কাজে কলকাতার বাইরে। অসহনীয় যন্ত্রণায় এবং অস্বস্তিতে বাসের সিটটিকেই আঁকড়ে ধরে তিলোত্তমা। বাড়ি থেকে কলেজের দূরত্ব একশো দশ কিলোমিটার। ছেলে অর্ক কলকাতার নামজাদা স্কুলের ছাত্র, স্বামী সন্দীপের অফিসও সেখানেই, শ্বশুর-শাশুড়ি গত হওয়ার পর সম্পূর্ণ-অচেনা লোকের কাছে সন্তানকে রেখে এতদূর কর্মস্থলে নিত্যদিন যাতায়াত করতে হয় তাঁকে। কপালের বিন্দু বিন্দু ঘাম মুছতে থাকে তিলোত্তমা। আরও একটু দ্রুততার সাথে পৌঁছাতে চায় সে তার গন্তব্যে অপেক্ষারত সন্তানের কাছে। গর্ভের অপত্যটিও যেন জানায়, 'আরেকটু বিশ্রাম চাই, আরেকটু বিশ্রাম।'

ঘটনা-দুই

ভোর সাড়ে চারটের অ্যালার্ম। উঠে পড়ে স্বাতী। শীতের ভোরে স্বামী-সন্তান অকাতরে ঘুমিয়ে আছে। মুখগুলি মায়াময়। আওয়াজ না করে চুপিসারে রান্নাঘরে ঢোকে সে। যন্ত্রসুলভ নৈপুণ্যে গোছাতে থাকে গৃহস্থালির যাবতীয় কাজ। রাতে অফিসের কাজ, সন্তানের হোমওয়ার্ক আর ঘরকন্নার সবকিছু সামলিয়ে ঘুমোতে গেছিল সাড়ে বারোটায়। আদৌ কি ঘুমিয়েছে সে? শূন্যচোখে ফুটতে থাকা চায়ের কেটলি থেকে কুণ্ডলী পাকিয়ে ওঠা ধোঁয়ার দিকে তাকিয়ে থাকে স্বাতী। গতকালই অফিসে শুনতে হয়েছে কাজের বিষয়ে তার অমনোযোগের কথা। একদা 'বেস্ট পারফরমার' স্বাতী, নির্বাক তাকিয়ে থাকে। বোবা দৃষ্টিতে শুধু কেটলিটা শোনে স্বাতীর স্বগতোক্তি, 'আরেকটু ঘুম চাই, আরেকটু ঘুম'।

কিন্তু সমাজ এবং রাষ্ট্রের সুখনিদ্রা ভাঙে না তিলোত্তমা বা স্বাতীদের আর্তিতে। কারণ সংখ্যাতত্ত্বের বিচারে নারীর ক্ষমতায়নের চেহারাটি বেশ উজ্জ্বল। পরিসংখ্যান তত্ত্বের বৈজ্ঞানিক সূক্ষ্মতায়-ও ধরা পড়েনি অর্থনৈতিকভাবে 'আত্মনির্ভরশীল' এবং তথাকথিতভাবে 'ক্ষমতায়িত' এইসব নারীদের যাপিত অভিজ্ঞতার মধ্যে বয়ে চলা আত্মক্ষয়ী যন্ত্রণার নিশ্চুপ ইতিবৃত্ত। বহু প্রচেষ্টা এবং প্রতিযোগিতার বাধা পেরিয়ে হয়তো কর্মসংস্থান জুটেছে তাঁদের। পারিবারিক দায়িত্বশীলতা এবং কর্মস্থলে নিষ্ঠার সাথে কাজ করার মধ্যেও এক ধরনের ভারসাম্য রক্ষা করতে চেষ্টা করছে এই নারীরা। কিন্তু আজও উপযুক্ত রাষ্ট্রীয় নীতি এবং সামাজিক পরিকাঠামো না থাকায় এক ভীষণভাবেই অসম-জীবনযুদ্ধে সামিল হতে হচ্ছে তাঁদের। মানবাধিকার বিষয়ক মোটা দাগের চর্চায় সামিল করা যাচ্ছে না এই নারীদের যন্ত্রণাদীর্ণ দিনযাপনের কাহিনি। শুধু তাই নয়, সামাজিক স্তরে পুঁজিকেন্দ্রিক ভোগবাদী সমাজে যে 'মগজপ্রক্ষালনের' (brainwash) চর্চা নিরন্তরভাবে চলছে তাও বিপন্ন করছে তথাকথিতভাবে ক্ষমতায়িত এই নারীদের। তথ্যপ্রযুক্তির এবং বিবিধ বৈদ্যুতিন মাধ্যমের মধ্যে দিয়ে যে প্রায় নিখুঁত এবং 'অলীক' মানুষীর অবয়ব নিরন্তরভাবে গড়ে তুলছে এই 'বিজ্ঞাপন-সর্বস্ব', 'বাজার-সংস্কৃতি' প্রায়শই তারই অনুরূপ হয়ে উঠতে চাইছে এই নারীরা। ফলত, বাস্তবের প্রতিকূলতার সাথে ব্যক্তিগত অলীক 'নৈপুণ্যের' কাছে পৌঁছানোর আকাঙ্ক্ষা জন্মগত যে দূরত্ব নির্মাণ করছে তার মধ্যেই বিধ্বস্ত হয়ে উঠছে নারীর ব্যক্তিজীবন। 'States Research Department in India' তাদের রিপোর্টে (২০১৯) জানাচ্ছে যে, ভারতীয় কর্মরত মহিলাদের অনিয়মিত ঘুম ও খাদ্যাভ্যাস, অতিরিক্ত মানসিক চাপের মতো বিষয়গুলি সাধারণ শারীরিক সমস্যাগুলির সাথে সাথে নারী স্বাস্থ্যের পক্ষে প্রতিকূল বেশ কিছু শারীরিক জটিলতা তৈরি করছে। ভারতের ক্ষেত্রে যেমন ২০১৯-এর উপরোক্ত এজেন্সির পরিসংখ্যান দেখাচ্ছে ১৮.৮ শতাংশ নারী ঋতুস্রাবজনিত সমস্যায়, ৯ শতাংশ নারী পলিসিস্টিক ওভারি-জনিত সমস্যায়, ৫৩ শতাংশ নারী মূত্রনালীর সংক্রমণজনিত সমস্যায়, ৩.২ শতাংশ নারী গর্ভধারণজনিত সমস্যায় এবং ২.৮ শতাংশ নারী ফাইব্রয়েডজনিত সমস্যা ইত্যাদিতে ভুগছেন। মানসিক অবসাদ এবং আত্মহত্যার প্রবণতাও বাড়ছে উদ্বেগজনকভাবে।

'The Week'-এর তরফ থেকে ২০১৯ সালে প্রকাশিত একটি গবেষণাপত্র দেখাচ্ছে যে, কর্মরত মহিলাদের ক্ষেত্রে সারা বিশ্বব্যাপী মানসিক ব্যাধিগুলির বৃদ্ধি ক্রমশ লক্ষণীয় হয়ে উঠছে। ভারতীয় ক্ষেত্রে ৩.৭ শতাংশ মহিলারা যেভাবে মানসিক অবসাদের শিকার হচ্ছেন, সেখানে পুরুষদের ক্ষেত্রে পরিসংখ্যানটি ২.৭ শতাংশ। অন্যদিকে মানসিক উদ্বেগজনিত সমস্যার ক্ষেত্রে শতাংশ বিচারে মহিলাদের সংখ্যা বেশি।

—এরপর চারের পাতায়

অন্য সংস্কৃতি

বঙ্কিমচন্দ্র : প্রসঙ্গ 'সাম্য'

কল্যাণী ভট্টাচার্য

১৮৭৯ খ্রিস্টাব্দে বঙ্কিমচন্দ্রের 'সাম্য' গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। 'সাম্য' বঙ্গদর্শন পত্রিকার তিনটি সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল। শেষ সংখ্যাটি ছাপা হয়। প্রথম দুটি সংখ্যা ছাপার অনেক পরে।

পুস্তকাকারে প্রকাশিত 'সাম্য' পাঁচটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত। এখানে বঙ্কিমচন্দ্র মানুষের মধ্যে নানাবিধ বৈষম্যকে দেখিয়েছেন। এই বৈষম্য সমাজের সর্বাঙ্গীণ উন্নতির অন্তরায়, ভারতবর্ষের কৃষক সম্প্রদায়ের অবস্থার একটি জীবন্ত ছবি তিনি এঁকেছেন।

''যতক্ষণ জমিদারবাবু সাড়ে সাত মহল পুরীর মধ্যে রঙ্গিন সার্সী প্রেরিত স্নিগ্ধালোকে স্ত্রী-কন্যার গৌরকান্তির উপর হীরকদামের শোভা নিরীক্ষণ করিতেছেন, ততক্ষণে পরাণ মণ্ডল দুই প্রহর রৌদ্রে খালি গায়ে, খালি পায়ে, এক হাঁটু কাদার উপর দিয়া দুইটা অস্থিচর্ম বিশিষ্ট বলদে জোতা হালে তাঁহার ভোগের জন্য চাষকর্ম্ম নির্ব্বাহ করিতেছে। উহাদের ভাদ্রের রৌদ্রে মাথা ফাটিয়া যাইতেছে, তৃষ্ণায় ছাতি ফাটিয়া যাইতেছে...এই চাষের সময় সন্ধ্যাবেলা গিয়া উহারা ভাঙ্গা পাতায় রাঙ্গা রাঙ্গা বড় বড় ভাত নুন ও লঙ্কা দিয়া আধপেটা খাইবে।''

শুধু কৃষকদের বঞ্চিত জীবনের ছবিই নয়, ধনী-দরিদ্রের বৈষম্যও দেখিয়েছেন। বড়লোক হয় কীভাবে?

ক. চুরি, বঞ্চনা, শঠতা

খ. উত্তরাধিকার, পূর্বপুরুষের বিত্তলাভ

গ. বৈবাহিক সূত্রে

ঘ. রাজপুরুষের প্রসাদ প্রাপ্তি

ঙ) জাতপাতের সূত্রে

তিনি দেখিয়েছেন সমাজের দুটি শ্রেণি। এক ভাগ শ্রম করে, আর একভাগ করে না। সমাজের আর একটি বৈষম্য হল স্ত্রী-পুরুষের বৈষম্য। তিনি মনে করেন, স্বভাবগত বৈষম্য থাকলেও, অধিকারগত বৈষম্য থাকা উচিত নয়।

নারীর অগ্রগতি প্রসঙ্গে তিনি স্ত্রী-শিক্ষা বিস্তারের কথা বলেছেন। নারীর ধনসম্পত্তির অধিকার তিনি স্বীকার করেছেন। পুরুষ-শাসিত সমাজে বিধানকর্তা যে পুরুষ বঙ্কিমচন্দ্র সে ব্যাপারে সচেতন—''তুমি বিধানকর্তা পুরুষ, তোমার পোয়া বারো।'' স্ত্রীলোকের উপার্জনের প্রয়োজনীয়তাও বঙ্কিমের চোখে ধরা পড়েছে।

'সাম্য' প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের বক্তব্য আলোচনা করতে গেলে স্বভাবতই বঙ্কিমের ইতিহাস ও দর্শন চেতনার কথা মনে আসে।

তিনি ছিলেন ইতিহাস ও দর্শনের মনোযোগী পাঠক। হুগলি কলেজে ছাত্র থাকাকালীন তিনি 'মরাল ফিলসফি ও পলিটিক্যাল ইকনমিতে ৬০-এর মধ্যে ৪৩ পান এবং সিনিয়র বৃত্তিপরীক্ষায় ইতিহাসে ৮২ নম্বর পান।

অষ্টাদশ ও ঊনিশ শতকে যুক্তিবাদ, প্রত্যক্ষবাদ, উপযোগিতাবাদ ইত্যাদি নানা ঐতিহাসিক ব্যাখ্যার অভিঘাতে ইয়োরোপের চিত্ত আলোড়িত হয়েছিল। ভাবজগতের এইসব আলোড়ন ভারতবর্ষেও এসে পৌঁছেছিল। যুগসচেতন বঙ্কিম এর নিরিখে আপন সংস্কৃতির নীতিধর্মবোধকে যাচাই করে নেবার সুযোগ গ্রহণ করেছিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্র 'সাম্য'-তে যে নির্যাতিত কৃষকদের কথা বলেছেন, সে সম্পর্কিত লেখা লিখেছেন আরও অনেকে। 'সংবাদ প্রভাকর', 'বেঙ্গল স্পেকটেটর'-এ এই সম্পর্কিত লেখা ছাড়াও প্যারিচাঁদ মিত্র, লালবিহারী দে, কিশোরিচাঁদ মিত্র—এঁরা সবাই কৃষকদের দুরবস্থার বর্ণনা করেছেন।

কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র তো শুধু কৃষকদের কথা লেখেননি, বৈষম্যের নানা চিত্রকে 'সাম্য' এই শিরোনামে গ্রথিত করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের 'সাম্য' বইটিতে মিল-এর 'সাবজেকসান অফ উইমেন'-এর প্রভাব রয়েছে। এই বইটিতে বঙ্কিমচন্দ্র সাম্য প্রসঙ্গে বুদ্ধদেব ও যিশুখ্রিস্টের পরে রুশোকে স্থান দিয়েছেন—''ভূমি সাধারণের এই কথা বলিয়া রুশো যে মহাবৃক্ষের বীজ বপন করিয়াছিলেন, তাহার নিত্য নূতন ফল ফলিতে লাগিল। অদ্যপিও তাহার ফলে ইউরোপ পরিপূর্ণ। কম্যুনিজম সেই বৃক্ষের ফল, ইন্টারন্যাশনাল সেই বৃক্ষের ফল।

বঙ্কিমচন্দ্রের সাম্যের সঙ্গে সমাজতান্ত্রিক মতবাদের পার্থক্য রয়েছে। সকলের সমান অধিকারের কথা বললেও বঙ্কিমচন্দ্র-রচিত সাম্য আলোচনা মার্কস-এঙ্গেলসের সাম্য ধারণার মতো শোষণ-মুক্ত শ্রেণিহীন সমাজের নয়। বিশেষত বঙ্কিমচন্দ্রের শুধু কৃষকদের প্রতি সহানুভূতি নয়, জমিদারদের প্রতি সহানুভূতিও প্রকাশিত হয়েছে : ''যাঁহারা জমিদারদিগকে কেবল নিন্দা করেন, আমরা তাহাদিগের বিরোধী। জমিদারদের দ্বারা অনেক সৎকার্য্য অনুষ্ঠিত হইয়াছে।''

পরবর্তীকালে বঙ্কিমচন্দ্র সাম্যের প্রকাশ বন্ধ করে দেন এবং বলেন, ''সাম্যটির সব ভুল, খুব বিক্রয় হয় বটে, কিন্তু আর ছাপাব না।'' 'বিবিধ প্রবন্ধ' 'বঙ্গদেশের কৃষক' পুনর্মুদ্রণের সময় বলেছিলেন—''এক্ষণে সেই 'সাম্য' পুস্তকখানি বিলুপ্ত করিয়াছি।''

প্রশ্ন ওঠে, একদা যিনি সুস্পষ্ট সাম্যের কথা বলেছেন, তিনি তা প্রত্যাহার করলেন কেন? বঙ্কিম নিজেই জানিয়েছেন, ''আমার জীবনে আমি নানাবিষয়ে মত পরিবর্তন করিয়াছি। কে না করে? ....মত পরিবর্তন বয়োবৃদ্ধি, অনুসন্ধানের বিস্তার ও ভাবনার ফল।''

মত পরিবর্তন করলে, অথবা 'সাম্য' বইটিকে আবার না ছাপালেই কি সাম্যের বক্তব্য শেষ হয়ে যায়? লেখক যে মুহূর্তে বইটি প্রকাশ করেছেন, তখন সেটি আর একমাত্র লেখকের সম্পত্তি নয়, পাঠকেরও। তাই 'সাম্য' রয়ে গিয়েছে; 'সাম্য' বইটি থাকবেও।

কেন তিনি বইটির প্রকাশ বন্ধ করলেন সে সম্পর্কে নানা মুনির নানা মত। শেষ-জীবনে মিল-এর প্রভাব থেকে বেরিয়ে এসে হিন্দু ধর্ম ও গীতার আশ্রয় গ্রহণ করে কি তিনি সাম্যকে বর্জন করলেন?

কিন্তু আর একটি প্রসঙ্গ অনুসন্ধানের অপেক্ষা রাখে বলে মনে হয়। বঙ্কিমচন্দ্র বিলিতি পত্র-পত্রিকার নিয়মিত গ্রাহক ছিলেন। 'সাম্য' লিখবার সময় বঙ্কিমচন্দ্র 'কম্যুনিজম' এবং 'ইন্টারন্যাশনাল' শব্দদুটি ব্যবহার করেছেন। এই ব্যবহার পরিচয়ের দ্যোতক। সময়ের ব্যবধানে সাম্য প্রত্যাহারের সময় এই পরিচয় আরও বেশি হওয়াই স্বাভাবিক; বিশেষত তিনি যখন বলছেন ''সাহেব মৌসুখের বিবেচনায় রিলিজনটা ভ্রমজ্ঞান মাত্র।'' ভারতবর্ষে মার্কসীয় চিন্তাধারা তখন কোন পর্যায়ে এসেছে, বঙ্কিমচন্দ্রের চিন্তাধারাকে তা কতখানি প্রভাবিত করতে পারে সে সম্পর্কে আরও অনুসন্ধান প্রয়োজন। তা না হলে 'সাম্য'-এর পুনর্মুদ্রণে আপত্তির কারণ সম্পর্কে প্রশ্ন থেকেই যায়।

অণুগল্প

অন্নদাতা

কাকলি ঘোষ

—সুখবিন্দর প্রীতম তোরা পড়া হয়ে গেলে ক্ষেতে যাস। আমি এখন বলদিপকে ডেকে নিয়ে যাচ্ছি।

হারপ্রীত মাঠের দিকে যেতে যেতে বলে।

আজ ১২ দিন হয়ে গেল গ্রামের পুরুষদের সঙ্গে সুখদেব গেছে দিল্লির পথে। কৃষক আন্দোলনে যোগ দিতে। আজব রাজার আজব নীতি। কৃষকের ফসলের দাম ঠিক করবে কর্পোরেট ব্যবসায়ী। সরকার খাদ্য শস্য কিনবে না। কিনবে কর্পোরেট ব্যবসায়ীরা। বিদ্যুতের ভর্তুকি এই নতুন আইনে আর পাবে না কৃষকরা। কোথায় দাঁড়াবে তারা?

নানা কথা ভাবতে ভাবতে ক্ষেতের দিকে পা বাড়ায় হারপ্রীত। যেতে যেতে পার্বতীর সঙ্গে দেখা হয়।

—গ্রামের মেয়েরাও দিল্লি যাচ্ছে। তুই যাবি না?

—দিল্লি? আমরা দিল্লি গিয়ে কী করবো? ও তো পুরুষদের লড়াই। আমরা মেয়েরা ওখানে কী করব?

—কেন আমরা খেতি বাড়ি করি না? আমরা শুধু চাষির বউ না, আমরা নিজেরাও চাষি। আমরাও যাব আমাদের ছেলে মেয়ে নিয়ে আন্দোলনে যোগ দিতে।

□

ডিসেম্বরে শীত কামড় দিচ্ছে। এত ঠাণ্ডা যে ট্রাকটারের নিচে খড়ের বিছানা পেতে শুয়ে আছে রাজদেও আর সুখবিন্দর। সুখবিন্দার বলে—ঘুমালি?

—নারে। চা খেলে হতো। শীত করছে।

—এত রাতে চা কোথায় পাবি? কাল আরো ৫০টা ট্রাক নিয়ে কৃষকরা এসে পড়বে। আমাদের মাটি কামড়ে থাকতে হবে। এ বিল বাতিল করতেই হবে।

—ভাইসাব উঠুন। লকড়ি আর চা এনেছি।

—কে? আধো অন্ধকারে মোবাইল জ্বালিয়ে সুখবিন্দর বলে।

—ভাইসাব ,আমরা পাশের গ্রাম থেকে এসেছি। আপনাদের জন্য লকরী আর চা নিয়ে এসেছি। পুলিশ আসতে দিচ্ছে না, আমরা লুকিয়ে এসেছি। নিন আগুন জ্বালিয়ে দিচ্ছি। হাত-পা সেঁকে নিন। গরম চা খেয়ে নিন। ঠাণ্ডা লাগবে না।

রাত কেটে ভোর হতে শুরু করেছে। চারিদিক কুয়াশার চাদরে ঢাকা। সুখবিন্দরের ঘুম ভেঙে যায়। ও ট্রাকের নিচ থেকে বেরিয়ে আসে। চারিদিকে তাকিয়ে দেখে জাতীয় সড়কের ওপর যতদূর চোখ যায় কৃষকের দল। আজ ১২ দিন ধরে দিল্লি অবরোধ চলছে। সরকার তাদের আন্দোলন নিয়ে কুৎসা রটাচ্ছে। তারা নাকি পিজ্জা খাচ্ছে। পিজ্জা তো তৈরি হয় ময়দা থেকে। ময়দা কি তারা ফলায় না।

হঠাৎ উত্তরের দিক থেকে তুমুল হইচই। পুলিশের ব্যারিকেড। পুলিশ জলকামান দাগছে। কিছু দেখা যাচ্ছে না। প্রবল জলের তোড়ে ঘুমন্ত কৃষকরা শীতের সকালে কেঁপে যায়। শুরু হয়ে যায় স্লোগান। পুলিশের ব্যারিকেড ভেঙে এগোতে থাকে কৃষকেরা।

□

আমি খাতা পেন নিয়ে স্তব্ধ। এই অসম লড়াই-এর ছবি লেখার দায়িত্ব দিয়ে পাঠিয়েছেন সম্পাদক মহাশয়। দাঁতে দাঁত চেপে লড়ছেন কৃষকেরা। আমি পায়ে পায়ে এগিয়ে যাই। পরিস্থিতি এখন একটু শান্ত। এক জায়গায় চোখ পড়ে যায়—অস্থায়ী লাইব্রেরি করেছে আশপাশের গ্রামের পড়ুয়ারা। দেখি, এক কৃষক রাস্তায় বসে বইয়ের পাতা উল্টাচ্ছেন। বললাম, কী বই দেখছেন ভাইসাব?

হেসে বললেন, তাড়াতাড়ি বাড়ি থেকে চলে এসেছি। সঙ্গে পড়ার মতো কিছু আনিনি। দেখলাম এখানে কবিগুরুর বই আছে। তাই দেখছিলাম।

আমি দেখলাম ওনার হাতে গীতাঞ্জলি।

''হোয়ার দি মাইন্ড ইজ উইদাউট ফিয়ার... চিত্ত যেথা ভয় শূন্য, উচ্চ যেথা শির'' পাতা খোলা....

ভাবলাম, আমাদের অন্নদাতারা, তোমরা যখন প্রতিবাদী তখন তোমাদের হাতেই এই বই মানায়। আমিও কাগজ-কলম নিয়ে এগিয়ে চললাম আরো অভিজ্ঞ হব বলে।

তরজা গান

রীনা মিত্র

দাদারা মিছে কথা বলে
দিদিরা তাপ্পি দিয়ে চলে
জনগণ যন্ত্রণা ভোগ করে
পুলিশ মামা পকেটে টাকা ভরে।

এসব কথা সবাই জানে ভাই
অন্য কথা পারলে বলো তাই।

বলছি তবে মন দিয়ে শোনো
কারো কাছে মুখ খুলো না যেন
মুখ্যমন্ত্রী বলছে আমি হবো প্রধানমন্ত্রী
দেখবো আমাকে কে রোখে?
আছে কত সিপাহি সান্ত্রী!

টাকা আছে লাঠি আছে
আছে কূটনীতি
লিখতে পারি, গাইতে পারি, নাচতে পারি ভালো
রাজনীতির সময় আমি আলোকে করি কালো।

সর্বনাশ! এসব কথা কোন সাহসে বলো
তুমি বুঝি আগাগোড়া বামদিকেতে চলো?

মোদ্দা কথা শোনো তবে
গলদ্ আছে মাঝে
বামদিকেতেও অন্তর্দন্দ্ব
লবি লবি আছে।

তোমার মনে এসব কথা
এলো কোথা থেকে
আমাকে যা বলছো বলো
আর বোলো না কাকে।

তাহলে ভাই তরজা গান
বন্ধ করি তবে
একুশ সালে তোমার আমার
আবার দেখা হবে।

মানুষকে যদি ভালোবাসো
থাকো মানুষের পাশে
বামরাস্তায় দীর্ঘ পথ
হাঁটবে অনায়াসে।

এসো অন্নদাতার পাশে

মিনতি গোস্বামী

কনকনে শীতের রাতে রাজপথে
তিন ডিগ্রি পারদে নেমে
অন্নদাতারা খড়কুটো জ্বেলে
জ্বালিয়েছে যজ্ঞের আগুন
বুভুক্ষু মানুষের ঘরে এনে দেবে ফাগুন।
ভগৎ সিংয়ের দল রাজপথে
সম্মুখ সমরেই রুখে দেবে
রাষ্ট্রযন্ত্রের সমস্ত বঞ্চনা
ফিরিয়ে আনবে কৃষকের অধিকার
জ্বালিয়ে দেবে রাজপথেই
রাষ্ট্রের কুমন্ত্রণা।
নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের অধিকার।

নিরুপম সেনকে স্মরণ

গৌরী সেনগুপ্ত

সেই রোদ নীল কাচ ভেঙে দিয়ে চিরভাস্বর
সেই রোদেলা শ্যামল ঢেউ স্বপ্নের বীজ বোনে আজও
অহল্যা পাথর ভেঙে গড়ে দিতে উৎসমুখ
সোজা মেরুদণ্ডে আনে সজীব সঞ্চয়
এ ভবিতব্যের মাটি সৃষ্টিসুখে সাজাবে সন্তানেরা সব
দাঁড়াবে শিরদাঁড়ায় মুছে দিতে মজ্জার বেবাক অন্ধকার
এ মাটি জ্বেলে দেবে বাঁচার আগুন
মুগ্ধ হাওয়া সাজাবে আবহমান
দীর্ঘ উপবাস ভেঙে এনে দেবে শিল্পের আহ্বান
সে দিন আমি একা নই
তোমরাও হতে পারো নিরুপম নিজেরই আয়নায়।

অনিদ্রিত

মৌসুমী মুখার্জী

কেমন আছো বুকের ভিতর ঘুম?
কেমন করে রাত কেটে যায় জানো?
অনেক কিছু বলতে চেয়েও কিছু
না বলা থাক, এটুকু তো মানো!

সেই ঠিকানা কবেই গেছে ছেড়ে,
হঠাৎ খবর পেলাম অজান্তে।
বুকের ভিতর চোরাবালির ঢেউ,
কী হারালো তুমি কি জানতে?

কোথায় কখন বৃষ্টি আসে মেঘে,
কোথায় ফোটে কৃষ্ণচূড়ার ফুল?
সব ঠিকানা হারিয়েছে বলেই
অনিদ্রিত প্রশ্নেরা নির্ভুল।

ফসলিয়া

মনামী ঘোষ

সে তো লাঙল বয়েছে কাঁধে
সেই ঘামে ভিজিয়েছে মাটি
তার রক্তের বিনিময়ে
সে যে সোনা ফলিয়েছে খাঁটি

ওরা নিভিয়ে দিয়েছে বাতি
তার ঘরেতে অন্ধকার
আজ মাঠ নামে রাজপথে
দাবি কৃষকের অধিকার

ওই উত্তাল প্রতিবাদে
তার বুকেতে লাভার স্রোত
তার হাজার পায়ের চাপে
কাঁপে পুঁজিপতি ইমারত

শীতে দুঃস্থদের উষ্ণতা দিল স্বেচ্ছাসেবীরা

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ২৭ ডিসেম্বর : করোনা সঙ্কটকালে মানুষের জীবনজীবিকা সর্বাধিক বিপন্ন হয়েছে। বহু মানুষ রুজি-রুটি হারিয়ে ফুটপাথবাসী হয়েছেন। খাবার অন্ন নেই, বস্ত্র নেই, এই প্রচণ্ড শীতে উপযুক্ত গরম বস্ত্র নেই। এইসব মানুষের পাশে দাঁড়াচ্ছে স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলি। 'নব-বন্ধন' বর্ধমান নেহেরু বিদ্যামন্দির হাই স্কুলের প্রাক্তনী ও এন.এস.এস বর্ধমান রাজ কলেজ যৌথভাবে বাজেপ্রতাপপুর, হরিনারায়ণপুর প্রভৃতি এলাকার ২৫০ জন গরিব মানুষদের মধ্যে কম্বল বিতরণ করেন। ২৫ ডিসেম্বর বড়দিন উপলক্ষে 'মানুষ মানুষের জন্য' ওয়েলফেয়ার সোসাইটি প্রায় ৩৫০ জন দুঃস্থ মানুষের মধ্যে কম্বল ও কেক বিতরণ করেন। ২৬ ডিসেম্বর বর্ধমান ওয়েভ ও পানসিড ফাউন্ডেশন টাউনহলে ২৫০ জন মানুষকে উষ্ণতা দিতে কম্বল দেন। ২৯ ডিসেম্বর রাতে তাঁরা ফুটপাথবাসীদের কম্বল দেবেন।

রাষ্ট্রীয় বিজ্ঞান আবিষ্কার সপ্তাহ

নিজস্ব সংবাদদাতা, খণ্ডঘোষ, ২২ ডিসেম্বর : খণ্ডঘোষ হাইস্কুলে ১৪-১৯ ডিসেম্বর রাষ্ট্রীয় বিজ্ঞান আবিষ্কার সপ্তাহ পালিত হয়। এবারে মূলভাবনা ছিল 'জল ব্যবহার নিরীক্ষণ ও কার্বন পদচিহ্ন নির্ণয়'। ষষ্ঠ থেকে দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্র-ছাত্রীরা অংশ নেয় স্বাস্থ্যবিধি মেনে। জলের ব্যবহার, সংরক্ষণ এবং কার্বন নিয়ন্ত্রণ, পরিবেশ সচেতনতা গড়ার প্রচেষ্টা নেওয়া হয়। শিক্ষক শিক্ষিকারা অংশ নেন। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শান্তিময় রায়, বিদ্যালয়ের সমাজমুখী প্রকল্পের সাথে যুক্ত করার সুযোগ করে দেওয়ার জন্য শিক্ষাবিভাগের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানান।

হতে থাকা কৃষক আন্দোলন

—দুয়ের পাতার পর

যোগ্য সমবন্টন হোক। পুঁজিপতির হাতে আমার ভাত রুটিও বন্ধক থাকবে? আমি অশক্ত হয়েছি বলে লজ্জা পাই বড়ো—তবু মনে হয় আত্মঘাতী বোম্ব হয়ে এই অত্যাচারী অসুরগুলোকে সদলবলে উড়িয়ে দিয়ে আসি, জীবনের শেষ প্রান্তে এসে একটা অন্ততঃ জীবন- সার্থক করা কাজ করে দিয়ে যাই। ও আমি লাঠি ঠুকঠুক করতে করতেও ঠিক পারবো, কারণ আমি বিলাসে ব্যসনে সময় নষ্ট করি না।

অত্যন্ত পরিতাপের সঙ্গে দেখছি একমাস পেরিয়ে যাবার পরেও আমার কৃষকভাইরা একা—দেশ-বিদেশ থেকে নিন্দাবাদ আসছে, আমার দেশের জনগণ নাকে তেল দিয়ে ঘুমোচ্ছে। কতো রকম তত্ত্ব বার করছে—এই কৃষিঘাতী আইন নাকি কৃষক তথা জনগণের স্বার্থে। 'মাংকিবাদ' স্বভাবতই সবাইকে বাঁদরই ভাববে, তবে কিছু কেমন মানুষজন কিন্তু ঠিকই মনে রেখেছে—বাঁদরকে পিঠে ভাগ করতে দেবার ফল কি দাঁড়ায়। তাঁদের কাছে আমার নতজানু আবেদন, এমন সন্ধিক্ষণ বয়ে যেতে দেবেন না। আসুন, একজোট হয়ে সবাই নিজেদের স্বার্থেই কৃষকআন্দোলনের পাশে দাঁড়াই। গুঁড়িয়ে দিতে হবে অত্যাচারীর শোষণের কূটকৌশল। সেটা একজোট হলেই সম্ভব। লাল, নীল, হলুদ, সবুজ সবারই তো খাদ্য প্রয়োজন, সেটা ভুলিয়ে ঘুলিয়ে দেবার চেষ্টা চলছে, রুখে দাঁড়ান এক হয়ে। অসুর নিধনের পর নিজেদের রোয়াকে বসে ঝগড়াঝাটি করার অনেক সময় পাবেন, এখন সবার কমন শত্রু কেন্দ্রীয় বিজেপি সরকার, যাকে আমাদের কারোর নেই দরকার। উৎপাটন করার জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করার প্রয়োজন এখনই, নইলে আমরা কেউই বাঁচবো না।

আন্দোলনে নিবেদিত এই কৃষকের পাশে সব কৃষকভাই, শ্রমিক, শিক্ষক, রাজকর্মচারী সবাই একজোট হয়ে এসে দাঁড়ান। কথা শুনবে না মানে ফ্যাসিবাদী সরকার! কথা আমরা শুনিয়ে ছাড়বো। সবাই মিলে যদি সর্বস্তরে অসহযোগ করে চাপ সৃষ্টি করি, ওদের কোনোরকম সেবা না দিই, ওরা ভড়কে যেতে বাধ্য। নিজের কাজ নিজে সুষ্ঠুভাবে করার জন্য অপাতত সব কাজ মূলতুবি রাখবো আমরা।

একটাই কথা, একটাই আবেদন, এই অসমসাহসী কৃষক আন্দোলন যেন 'পৃথক আন্দোলন' না হয়।

১ ডজন প্রশ্নের উত্তর

১. ১৯৫২ সালের ২২ ডিসেম্বর। ২০১১ সালে। ২. প্রখ্যাত গণিতজ্ঞ শ্রীনিবাস রামানুজ আয়েঙ্গর। ১৮৮৭ সালের ২২ ডিসেম্বর, মৃত্যু ২৬.৪.১৯২০। ৩. ১৯০১ সালের ২২ ডিসেম্বর (৭ই পোষ)। ৫ জন, ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়। ৪. ১৯২১ সালের ২৩ ডিসেম্বর। ৫. ১৮৪৪ সালের ২৩ ডিসেম্বর। বর্ধমান জেলার খণ্ডঘোষ থানার তোড়কনা গ্রামে। মৃত্যু ২৮.২.১৯২১। ৬. ২০০৫ সালের ২৩ ডিসেম্বর, ১১ জন সাংসদকে, সোমনাথ চট্টোপাধ্যায়। ৭. ১৯৫৫ সালের ২৪ ডিসেম্বর। ৮. ২০১৮ সালের ২৪ ডিসেম্বর। জন্ম ৮.১০.১৯৪৬। ৯. ১৯৭৭ সালের ২৫ ডিসেম্বর। সম্পাদক ও প্রকাশক হন অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়। ১০. দক্ষিণ ভারতের কন্যাকুমারিকাতে। ১৮৯২ সালের ২৬ ডিসেম্বর। ১১. ১৯৭৮ সালের ২৬ ডিসেম্বর। ১২) ড. লুই পাস্তুর। ১৮২২ সালের ২৭ ডিসেম্বর ফ্রান্সের ডোলেতে জন্মান। মৃত্যু ১৫.২.১৮৬৯।

মিছিল সংগঠিত হচ্ছে

—প্রথম পাতার পর

সংবর্ধনা জানানো হয়। তিনটি গ্রামে অনুষ্ঠিত পথসভায় বক্তব্য রাখেন—সাকাউৎ হোসেন, মুস্তাকিম মণ্ডল, নির্মলকুমার ঘোষ, আকরম আলী শেখ, কামালউদ্দিন শেখ প্রমুখ।

২৭ ডিসেম্বর মেমারি পৌরসভার ৫নং ওয়ার্ডের মাঠপাড়া থেকে কৃষকজাঠা শুরু হয়। সুলতানপুর, ডিভিসিপাড়া, খাঁটো চকদিঘি মোড় কৃষ্ণবাজার হাটপুকুর হয়ে লরি ইউনিয়ন অফিসের সামনে শেষ হয়। জাঠা শেষে বক্তব্য রাখেন পিযুষ বিশ্বাস। আমাদপুর, পাল্লারোড, রসুলপুরেও জাঠা সংগঠিত হয়েছে। কালনা-১ কৃষকসভার উদ্যোগে দিল্লিতে সংগ্রামরত কৃষকদের সংহতি জানিয়েও কৃষক জাঠা সংগঠিত হয় সুলতানপুর, মধুপুর, সিমলন, গ্রামকালনা ও মালতিপুর অঞ্চলে। মিছিলের পাশাপাশি পথসভা হয়। পথসভাগুলিতে বক্তব্য রাখেন সুকুল শিকদার, কাঁদন হেমব্রম, হালিম সেখ, কুতুবউদ্দিন, রাখহরি সেন প্রমুখ। পূর্বস্থলী কালেখাতলা ১ গ্রাম পঞ্চায়েতের এলাকাতেও জাঠা সংগঠিত হয়। এখানে বক্তব্য রাখেন রঞ্জিত মাহাতো, কার্তিক দাস, সুমন্ত ভাণ্ডারী প্রমুখ।

বিরোধী ঐক্য মজবুত করতে হবে

—প্রথম পাতার পর

দক্ষিণপন্থার উত্থানের সঙ্গে এরাজ্যেও বিজেপি অতি সক্রিয় হয়ে উঠেছে। কিন্তু চিটফাণ্ড, কয়লা চুরি, টেট দুর্নীতি ইত্যাদি করে তৃণমূল তো বিজেপিকেই ডেকে আনছে। অনেকে বলছেন বিহারের কায়দায় পশ্চিমবঙ্গেও তৃণমূলকে সঙ্গে নিয়ে মহাজোট গড়তে। তাহলে আবার মহাভুল করা হবে। মনে রাখতে হবে বিহারে আর.জে.ডি কখনো বিজেপির সঙ্গে আঁতাত করেনি, আর তৃণমূল বিভিন্ন সময়ে বিজেপির জোট শরিক ছিল। এমনকি তাদের নেত্রীও বিজেপি সরকারের মন্ত্রীত্ব করেছেন। আসলে মুখে যাই বলুন এই দুই দলের মধ্যে এক অদৃশ্য আঁতাত আছে। এই পরিস্থিতিতে আমাদের কর্তব্য হলো তৃণমূল ও বিজেপি বিরোধী সমস্ত রাজনৈতিক দলগুলিকে নিয়ে বিকল্প কর্মসূচির ভিত্তিতে লড়াই করা।" প্রয়াত নিরুপম সেনের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে তিনি বলেন, পার্টির নেতৃত্ব ছাড়াও শিল্পমন্ত্রী হিসাবে বামফ্রন্ট সরকারের শিল্পায়নের লড়াইকে তিনি যোগ্য হাতে পরিচালনা করেছেন। অনেক বাধাবিঘ্নের সঙ্গে লড়াই করে বামফ্রন্ট সরকার শেষ তিন বছরে যে বিনিয়োগ এনেছিল তৃণমূল দশ বছরেও তার ধারেকাছে যেতে পারেনি। এরা শুধুমাত্র বিনিয়োগের প্রতিশ্রুতির কথা শোনায়।

এদিনের সভায় সভাপতিত্ব করেন বংশগোপাল চৌধুরী। মূল বক্তা ছাড়াও বক্তব্য রাখেন জেলা সম্পাদক গৌরাঙ্গ চ্যাটার্জী। সভায় উপস্থিত ছিলেন আভাস রায়চৌধুরী, জাহানারা খান, মনোজ দত্ত, পার্থ মুখার্জী সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

কৃষকদের পাশে আপনজন

—প্রথম পাতার পর

হাতে ৩০ হাজার টাকা তুলে দেন। এই সংস্থার প্রতিনিধি হিসেবে কালনা শহরের আপনজনের রান্নাঘরে উপস্থিত ছিলেন সারা ভারত কৃষক সভার পূর্ব বর্ধমান জেলা সম্পাদক সৈয়দ হোসেন। তিনি এদিন বলেন—কৃষি ও কৃষক-বিরোধী কালা আইন বাতিলের দাবিতে দিল্লিতে ২৮ দিন ধরে লক্ষ লক্ষ কৃষক আন্দোলন করছেন। তীব্র শীতপ্রবাহ ও দুর্ঘটনায় ইতিমধ্যেই ৩২ জন কৃষক শহিদ হয়েছেন। স্বাধীনতার পরবর্তীতে এত বড় আন্দোলন দেখা যায়নি। অন্যান্যদের মধ্যে এদিন উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন বিধায়ক বীরেন ঘোষ, কৃষক নেতা সুকুল সিকদার, শিক্ষক নেতা সঞ্জিত ব্যানার্জি প্রমুখ।

ক্ষমতায়ন এবং নারী

—দুয়ের পাতার পর

এক্ষেত্রে মহিলাদের মধ্যে ৩.৯ শতাংশ এবং পুরুষদের মধ্যে ৩.৩ শতাংশ-এর ক্ষেত্রে এই জাতীয় সমস্যা দেখা দিচ্ছে।

শিশুদের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় সামাজিক এবং প্রশাসনিকভাবে দায়িত্বশীল পরিকাঠামো (যেমন কর্মরত মহিলাদের শিশুদের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য কর্মস্থল-সংশ্লিষ্ট জায়গায় 'ক্রেশ') না থাকা, সামাজিক দায়িত্ব পালনে স্ত্রী ও পুরুষের সহযোগিতা ও সহমর্মিতা বিষয়ে সামাজিক চেতনা এবং সদিচ্ছার অভাবের মতো বিষয়গুলি কর্মরত মহিলাদের মানসিক উদ্বেগজনিত রোগলক্ষণগুলিকে বাড়িয়ে তুলছে। এক্ষেত্রে বাজার-চলতি অবসাদ প্রশমনকারী ঔষধের প্রয়োগে মানসিক উদ্বেগের চটজলদি সমাধান চাইছেন মহিলারা। অথচ 'অ্যান্টি ডিপ্রেসেন্ট' হিসেবে বিক্রি হওয়া এ জাতীয় ঔষধে যে ধরনের রাসায়নিক ব্যবহার করা হয় (যেমন 'Clonazepam' অথবা 'Sertroaline' গোষ্ঠীর ঔষধে) তা চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়া নিয়মিত সেবন করার ফলাফল মারাত্মক হতে পারে। যেমন প্রাণঘাতী Serotoxin Syndrome থেকে শুরু করে মাথা ধরা, মাথা ঘোরা, ঘুমের 'স্বাভাবিক চক্র' নষ্ট হওয়া, বমিভাব-এর মতো উপসর্গ দেখা দিতে পারে।

অন্যদিকে দূরে কর্মসূত্রে নিত্য যাতায়াত করেন যে-সব মহিলারা তাঁরা সচেতনভাবেই প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম জলপান করেন। এর মূল কারণ দূরপাল্লার বহু পরিবহণ, লোকাল ট্রেন এমনকি রাস্তাতেও পর্যাপ্ত সংখ্যক শৌচালয়ের অভাব। ফলত মহিলাদের মধ্যে কিডনির সমস্যা, মূত্রনালীর সংক্রমণজনিত সমস্যা, ব্যাকটিরিয়া এবং ফাংগাশ সংক্রমণজনিত সমস্যা ক্রমশই বাড়ছে। এক্ষেত্রে বলা প্রয়োজন যে ঋতুস্রাব চলাকালীন সময়ে মহিলাদের স্বাস্থ্যকর ও পরিচ্ছন্ন শৌচালয় বিশেষভাবে দরকার। কিন্তু পথে বা পরিবহণে পর্যাপ্ত শৌচালয় না থাকায় নারীরা অনেকক্ষেত্রেই রক্তক্ষরণ বন্ধ করার জন্য Tranexamic Acid যুক্ত ঔষধ সেবন করে থাকেন। ডাক্তারের পরামর্শব্যতীত যথেচ্ছভাবে এই ঔষধ সেবন করলে Tranexamic Acid জনিত বিষক্রিয়া দেখা দিতে পারে। দেখা দিতে পারে বমিভাব, পেশিতে অস্বাভাবিক যন্ত্রণাবোধ, জ্বর, পিঠ ও তলপেটে অসহনীয় যন্ত্রণা, শ্বাসকষ্ট ইত্যাদি।

শুধু তাই নয়, ব্রিটেনের 'Daily Mail'-এ প্রকাশিত একটি গবেষণাপত্রে বিশিষ্ট মানসিক স্বাস্থ্য গবেষক ডাঃ জিন হন জানাচ্ছেন যে, গড়ে যদিও একজন পূর্ণবয়স্ক মানুষের কমপক্ষে সাত থেকে নয় ঘন্টা ঘুমের প্রয়োজন, তবু মহিলাদের ক্ষেত্রে গড়ে অন্তত আরও কুড়ি মিনিট বেশি ঘুম জরুরি। কারণ হিসেবে ডাঃ হর্ন বলেন যে, গবেষণা করে এ বিষয়টি লক্ষ্য করা গেছে যে মহিলাদের মস্তিষ্ক একইসাথে বিবিধ ধরনের কার্যগুলি কিভাবে সাধিত হবে সে বিষয়ে পরিকল্পনা করে। ফলত স্বাভাবিক পরিস্থিতিতেও মহিলাদের মস্তিষ্কের পরিশ্রম হয় পুরুষদের তুলনায় বেশি— ফলত মহিলাদের এই অতিরিক্ত ঘুমের প্রয়োজন রয়েছে। অথচ কর্মসূত্রে নিত্যদিন যেসব মহিলারা বহু ঘন্টা কর্মক্ষেত্রে অথবা যাতায়াতে ব্যস্ত থাকেন তাঁরা গড়ে পাঁচ ঘন্টার অধিক ঘুমানোর সুযোগ পান না। কর্মজগতের দায়িত্ব, শিশু প্রতিপালন এবং অন্যান্য গৃহস্থালি সংক্রান্ত দায়িত্ব এবং সর্বোপরি কর্মক্ষেত্রের প্রয়োজনে নিয়মিত দূর-যাত্রার অনির্দিষ্ট সময়সাপেক্ষতা ধীরে ধীরে এই নারীদের স্বাভাবিক জীবনযাপনের ন্যূনতম প্রয়োজনটুকুও হয়তো কেড়ে নেয়। তবু সমাজ ও রাষ্ট্র কিছু প্রাতিষ্ঠানিক নিয়ম অথবা আইন প্রণয়ন করেই হয়তো তার দায় পালন করে। যথেষ্ট প্রশাসনিক স্বচ্ছতা, সামাজিক উদ্যোগ, এবং রাষ্ট্রীয় দায়বদ্ধতার অভাবে নিয়মনীতির প্রত্যাশিত মানবিক মুখটি বহুক্ষেত্রে অদৃশ্যই থেকে যায়। তথাকথিতভাবে অর্থনৈতিক দিক থেকে স্বাবলম্বী, মেধা ও মননে এগিয়ে থাকা অথবা দক্ষতার নিক্ততে উৎকৃষ্ট এই 'ক্ষমতায়িত' (empowered) মহিলাদের প্রত্যেকদিনের যন্ত্রণাদীর্ণ জীবনযাপনের কাহিনি তাই বাদ পড়ে যায় মানবাধিকারের মূলস্রোত চর্চা থেকে।

তিলোত্তমা বা স্বাতীদের মতো অজস্র নারীর ক্লান্তপদচারণার ভিতর যে অবিচলভাবে এগিয়ে চলার অঙ্গীকার—অসম যুদ্ধে জিতে যাওয়ার স্বপ্ন—তাকে যেন বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখায় প্রাধান্যশীল পুরুষতান্ত্রিক অনুশীলন এবং ভাবনাচিন্তা। তবু, সংরক্ষণ নয়, সহানুভূতিও নয়—সহমর্মীতা বরং সাহচর্যই চায় আজকের 'ক্ষমতায়িত' এবং অপরাজেয় নারীরা। তাই এইসব সংগ্রামরত নারীর জন্য আরও প্রসারিত হোক মানবতাবাদের সংজ্ঞার্থ, আরও মানবিক হোক রাষ্ট্র ও সমাজ। কেবল কাগুজে আইন আর নির্দেশিকায় হয়তো গড়া যাবে না সেই মানবতাবাদী সমাজ।

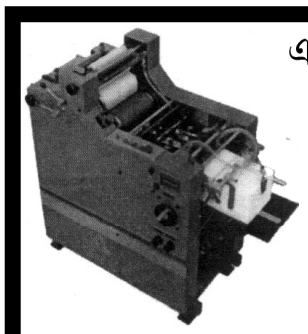

একই ছাদের নীচে কম্পিউটারাইজ্‌ড কম্পোজিং, অফসেটে ছাপা, আধুনিক বাঁধাই, অটোমেটিক কাটিং-এ সমৃদ্ধ

সাধনা প্রেস

১১, জে বি মিত্র রোড, বর্ধমান, ফোন : (০৩৪২) ২৬৬৩০৬৫

Mob. 9434333820, 9635726620 (Fazlul), 8942808557 (Madhu) : E-Mail : sadhanapress09@gmail.com

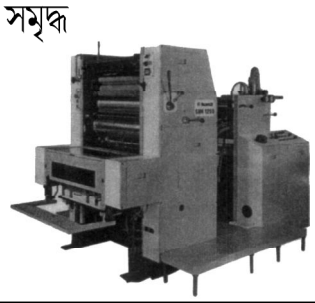

ছাপার কাজে আমরা একশোভাগ আন্তরিক

সম্পাদক : জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য। বার্তা সম্পাদক : দিনেশ ঝা। স্বত্বাধিকারী : নতুন চিঠি ট্রাস্ট, মুদ্রক ও প্রকাশক দিনেশ ঝা কর্তৃক ৬২ বি সি রোড, আরতি সিনেমা লেন বর্ধমান-৭১৩১০১ হতে প্রকাশিত ও নতুন চিঠি প্রেস, বর্ধমান হইতে মুদ্রিত। ফোন ও ফ্যাক্স : (০৩৪২)২৬৬৫০৮৩। Mail : weeklynatunchithi@gmail.com মুদ্রণ সহযোগিতায় : সাধনা প্রেস, ১১ জে বি মিত্র রোড, বর্ধমান-৪ ফোন ২৬৬৩০৬৫। মূল্য : ২ টাকা